পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক নং : ২৯৯/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তারিখ : ২১.১.২০০৯

প্রেরক:
ডঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান সচিব,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

প্রাপক:
জেলা শাসক (সকল),

বিষয় : গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের (২০০৭-০৮) ভিত্তিতে উৎসাহবর্ধক তহবিল প্রদান : স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের নম্বর যাচাই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় নির্দেশিকা

উল্লেখ্য : স্মারক নং - ৪৪৩৬/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তাং: ৪.১১.২০০৮ ও ৪৯৮৫/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তাং: ১২.১২.২০০৮

মহাশয়/মহাশয়া,

উপরে উল্লিখিত স্মারক সংখ্যাদুটিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়ার জন্য তার নম্বর যাচাইয়ের নির্দেশিকা আপনাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই নির্দেশিকার প্রথম ভাগে আগের নির্দেশিকার সামান্য পরিমার্জন করা হল, দ্বিতীয় ভাগে কোন কোন প্রশ্নের নম্বর কিভাবে যাচাই করতে হবে তা উল্লেখ করা হল এবং তৃতীয় ভাগে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাইয়ের সারণী উল্লেখ করা হল।

প্রথম ভাগ : আগের নির্দেশিকার (স্মারক নং - ৪৯৮৫/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তাং: ১২.১২.২০০৮) সামান্য পরিমার্জন

১. ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জেলা থেকে আমরা খবর পেয়েছি যে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন সংক্রান্ত নির্দেশিকাটি (স্মারক নং - ৪৪৩৬/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তাং: ৪.১১.২০০৮) পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাই উল্লিখিত নির্দেশিকার (স্মারক নং - ৪৯৮৫/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তাং: ১২.১২.২০০৮) ১. নং বিষয়ের (ক) অংশটি পরিবর্তিত হয়ে এই রকম দাঁড়াবে : যারা ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে পূরণ করা প্রতিবেদন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে জমা দিয়েছে;
২. এছাড়া আগের নির্দেশিকার সমস্ত বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

দ্বিতীয় ভাগ : কোন কোন প্রশ্নের নম্বর কিভাবে যাচাই করতে হবে

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	গ্রাম পঞ্চায়েতকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
১. (খ) (৩) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিলের কত শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে?	বরাদ্দ (অ্যালটমেন্ট) রেজিস্টার / উপযোজন (অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান) রেজিস্টার এবং অগ্রিম (অ্যাডভান্স) রেজিস্টার, না থাকলে অগ্রিম দেওয়ার রসিদ	বরাদ্দ রেজিস্টার থেকে (একাধিক বরাদ্দ হতে পারে) মোট বরাদ্দ পাওয়া যাবে। অগ্রিম দেওয়ার হিসাব বের করে তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শতাংশ বেরিয়ে আসবে
২. (গ) (৫) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির সভা	নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির কার্যবিবরণী বই	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
৩. (ট) ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দিতে সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কত দিন সময় নেন?	এই সংক্রান্ত রেজিস্টার যেখানে জমা দেওয়ার তারিখ ও শংসাপত্র প্রদানের তারিখ দেখানো আছে অথবা এরকম রেজিস্টার না থাকলে এই সংক্রান্ত অন্তত ৫টি আবেদনপত্র বা তার ফটোকপি ও সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রের দ্বিতীয় কপি বা কাউন্টারফয়েল	আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ ও শংসাপত্র প্রদানের তারিখের মধ্যে যে সময় (অন্তত পাঁচটি আবেদনপত্র) পাওয়া যাবে তার গড় বের করতে হবে। গড় সময়ের ভিত্তিতে নম্বর ঠিক হবে।

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	গ্রাম পঞ্চায়েতকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
৪. (ড) বিভিন্ন উপ-সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের পরের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানানো হয় কি?	২০০৭-০৮ সালের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির কার্যবিবরণী বই এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বই। উল্লেখ করা যায় যে সাধারণ সভায় পেশ দু-একটি ক্ষেত্রে ১লা এপ্রিল ২০০৮-এর পরেও হতে পারে।	উপ-সমিতির কার্যবিবরণী ও সাধারণ সভার কার্যবিবরণী মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রতেকটি সিদ্ধান্তই সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে। নাহলে ০ (শূন্য) পাওয়া যাবে। অবশ্য ভুলক্রমে ১টি বা বেশীপক্ষে ২টি সিদ্ধান্ত বাদ পড়ে গেলে তা হিসাবে আসবে না।
৫. (ক) (২) Asset Register নিয়মিত হালনাগাদ (Update) করা হয় কি?	Asset Register	কোন তারিখ পর্যন্ত শেষ হালনাগাদ করা আছে দেখতে হবে। ৩০শে জানুয়ারী, ২০০৯ পর্যন্ত হালনাগাদ করা থাকলে ১ নম্বর পাওয়া যাবে। না হলে ০ পাওয়া যাবে।
৬. (ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে ইন্দিরা আবাস যোজনার স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা বা পার্মানেন্ট ওয়েট লিস্ট (পরিবারের মোট প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ক্রমানুসারে) লেখা আছে কি?	গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিনে নেওয়া যাবে এমনভাবে অপেক্ষমানদের তালিকা সহ দেওয়ালের বা বড় নোটিশ বোর্ডের ফটো	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
৭. (ঘ) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের কত শতাংশ যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়?	গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যে কোনো দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০০৪-০৫ সালের প্রথম শ্রেণীর অ্যাডমিশন রেজিস্টার বা অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার এবং সেই দুটি বিদ্যালয়ের ২০০৭-০৮ সালের শেষে চতুর্থ শ্রেণীতে পাশের তালিকা	রেজিস্টার ও তালিকা থেকে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীসংখ্যা ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীদের পাশের সংখ্যা বের করে দুটি বিদ্যালয়ের গড় সংখ্যাদুটি বের করতে হবে। তার ভিত্তিতে শতাংশ বেরিয়ে আসবে।
৮. (ক) (১) গ্রাম পঞ্চায়েতে মাসের শেষ শনিবারের স্বাস্থ্যসভা	স্বাস্থ্যসভার কার্যবিবরণীর বই এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে পাঠানো প্রাপ্তিস্বীকার সহ প্রতিবেদনের কপি	সভাগুলি কত নিয়মিত হয় এবং প্রতিবেদন কত নিয়মিতভাবে পাঠানো হয় এর ওপর ভিত্তি করে নম্বর যাচাই হবে
৯. (খ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে NREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে? / ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে SGRY ও অন্যান্য প্রকল্পে দরিদ্র পরিবার পিছু গড়ে কতদিনের মজুরীভিত্তিক কাজ দেওয়া হয়েছে?	২০০৭-০৮ সালের এন.আর.ই.জি.এস. / এস.জি.আর.ওয়াই. প্রকল্পের বার্ষিক অবস্থান দেখিয়ে ২০০৮ সালের মার্চ মাসের প্রতিবেদন এবং হাওড়া জেলার ক্ষেত্রে বি.পি.এল. পরিবারের সংখ্যা	উল্লিখিত প্রতিবেদন থেকে কতগুলি পরিবার কাজ চেয়েছেন ও কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে তার হিসাব পাওয়া যাবে। হাওড়া জেলার ক্ষেত্রে সৃষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যাকে বি.পি.এল. পরিবারের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে।
১০. (চ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাকা বাড়ী, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?	BMOH বা অন্য কোনো ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের শংসাপত্র যেখানে উল্লেখ থাকবে মোট কতগুলি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও তার মধ্যে কোন কোনগুলিতে তিনটি ব্যবস্থাই আছে	শংসাপত্রের ভিত্তিতে নম্বর যাচাই করা হবে। প্রসঙ্গত যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজে ১ বা আরও কম নম্বর দিয়েছে সেখানে শংসাপত্রের বা আলাদা যাচাই এর প্রয়োজন নেই। নম্বরটি গ্রহণযোগ্য মনে করা যাবে।
১১. (ক) কত শতাংশ পরিবার গৃহহীন?	২০০৫-এর গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুযায়ী মোট পরিবারের সংখ্যা ও P2=১ এমন পরিবারের সংখ্যা এবং ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ সালে ইন্দিরা আবাস যোজনা বা অন্য কোনো প্রকল্পে যতগুলি পরিবার নতুন গৃহনির্মাণের অনুদান পেয়েছেন তার তথ্য	২০০৫-এর গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার P2=১ পরিবারের সংখ্যা থেকে গত দু-বছরে উল্লিখিত প্রকল্পগুলি থেকে যতজন সহায়তা পেয়েছেন এমন পরিবারের সংখ্যা বাদ দিলে গৃহহীনের সংখ্যা বেরোবে। গৃহহীন পরিবারের সংখ্যাকে ১০০ দিয়ে গুণ করে মোট পরিবারের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রয়োজনীয় শতাংশ পাওয়া যাবে।
১২. (ক) বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো আগাম পরিকল্পনা করেছে কি?	বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য আগাম পরিকল্পনার কপি / সাধারণ সভার বা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির কার্যবিবরণীতে ওই পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত	পরিকল্পনার গুণমান এখানে বিচার্য নয়। পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তা গ্রহণ করেছে এটিই দেখার বিষয়।

কোন কোন প্রশ্নের নম্বর যাচাই করতে হবে	গ্রাম পঞ্চায়েতকে নম্বরের/উত্তরের সমর্থনে যা দেখাতে হবে	যাচাই করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা
১৩. (গ) বার্ধক্যভাতার (NOAPS) শেষ যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তা কতদিন পরে প্রাপকদের দেওয়া হয়েছে?	বরাদ্দ রেজিস্টার (অ্যালটমেন্ট) রেজিস্টার / উপযোজন (অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান) রেজিস্টার এবং প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে বার্ধক্যভাতা বিলি করা হবে (এমনকি বরাদ্দ না থাকলেও নিজস্ব তহবিল থেকে) এরকম সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে তার কার্যবিবরণী ও বার্ধক্যভাতা বিলির তারিখ সহ প্রাপ্তিস্বীকারের তালিকা	বরাদ্দ পাওয়ার কতদিন পরে বিলি হয়েছে তার ভিত্তিতে নম্বর ঠিক হবে। অবশ্য অল্প দু-একজন ব্যক্তি যদি মূল বিলির দিনে তাঁদের ব্যক্তিগত কোনো কারণে বাদ পড়ে যান তা উপেক্ষা করতে হবে।
১৪. (ক) উপবিধি (Bye-Law) অনুসারে নতুন ভাবে অভিকর (Rate), ফি ইত্যাদি নির্ধারিত হয়েছে কি?	অনুমোদিত উপবিধির কপি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়মাবলির ফরম ৯ এর বিভাগ ২-৮ (যেগুলি প্রযোজ্য হবে) এর বিষয়গুলির উপর ২০০৭-০৮ এর নির্ধার তালিকা, ২০০৬-০৭ সালের ৩০ নং ফরম এবং ২০০৭-০৮ সালের ২৭ নং ফরম যেখানে বিভিন্ন অভিকর ইত্যাদির মোট আদায়ের হিসাব পাওয়া যাবে।	অনুমোদিত উপবিধির কপি ও ২০০৭-০৮ সালের নির্ধার তালিকা না থাকলে -২ নম্বর পাওয়া যাবে। ঐ দুটি থাকলে ২০০৭-০৮ সালের আদায় ২০০৬-০৭ সালের থেকে কত বেশী সেই হিসাবে নম্বর পাওয়া যাবে।
১৫. (ঘ) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট ৩১শে জানুয়ারী ২০০৮ তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি?	২০০৮-০৯ বছরের বাজেটের কপি ও বাজেট অনুমোদনের সভার কার্যবিবরণী	অনুমোদিত বাজেটের কপি বা কার্যবিবরণীর কপি না থাকলে -৫ নম্বর পাওয়া যাবে। আর এগুলি থাকলে অনুমোদনের তারিখ অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।
১৬. (ক) (১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মাথাপিছু কর সংগ্রহ কত ছিল?	২০০৭-০৮ বছরের ২৭ নং ফরম (অ্যাক্যাউন্টস নিয়মাবলী) যাতে কর সংগ্রহের মোট পরিমাণ দেখানো থাকবে।	প্রতিবেদনের ২ নং পৃষ্ঠায় মোট জনসংখ্যার হিসাব আছে। মোট কর সংগ্রহকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু সংগ্রহের পরিমাণ পাওয়া যাবে।
১৭. (ঙ) ৩১শে মার্চ ২০০৮ তারিখে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করার জন্য টাকা কতদিন আগে থেকে তোলা ছিল?	যে তহবিল থেকে টাকা তোলা হয়েছে সেই তহবিলের পাশ বই বা তার ফটোকপি।	ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
১৮. (খ) ১লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখে কতগুলি অডিট প্যারার কোনোরকম উত্তর দিতে বাকী ছিল?	শেষ যে অডিট রিপোর্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে পাওয়া গেছে সেই রিপোর্টটি বা তার কপি এবং এই অডিট রিপোর্টের উত্তরের কপি	দুটি নথি মিলিয়ে দেখলে কয়টি মোট প্যারা ও কতগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে তা পাওয়া যাবে ও তার ভিত্তিতে নম্বর যাচাই হবে।
১৯. (খ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে ইন্দিরা আবাস যোজনায় প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	২৭ নং ফরমের (অ্যাক্যাউন্টস নিয়মাবলীর) প্রতিবেদন যেখানে ইন্দিরা আবাস যোজনার আয় ও ব্যয় দেখানো আছে / ২০০৭-০৮ সালের তথ্য সহ মার্চ ২০০৮ এর ইন্দিরা আবাস যোজনার অগ্রগতি প্রতিবেদন	এই দুটি নথি থেকে ইন্দিরা আবাস যোজনায় মোট কত টাকা পাওয়া গেছে আর কত ব্যয় হয়েছে তার সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া যাবে ও তার ভিত্তিতে নম্বর যাচাই করা যাবে।
২০. (ক) (২) প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে	২৭ নং ফরমের প্রতিবেদন ও যে কটি শংসাপত্র পাঠানো হয়েছে তার ফটোকপি	২৭ নং ফরম থেকে কত টাকা এই বাবদ পাওয়া গেছে তা পাওয়া যাবে। শংসাপত্রগুলি থেকে কতদিনের মধ্যে শংসাপত্র পাঠানো হয়েছে তা ধরা যাবে।
২১. (ক) বনসৃজন সম্ভব এমন জায়গার কত শতাংশ এলাকায় বনসৃজন করা হয়েছে (৩১শে মার্চ ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত)?	গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্যের মধ্যে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের দেওয়া শংসাপত্র যেখানে তাঁরা নিজের গ্রাম সংসদ এলাকায় বনসৃজন সম্ভব এমন জমির পরিমাণ (একরে) ও যত জমিতে বনসৃজন হয়েছে তার পরিমাণ (একরে) উল্লেখ করবেন।	গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের শংসাপত্রে দেওয়া তথ্যগুলি যোগ করে বনসৃজন সম্ভব এমন মোট জমির পরিমাণ ও বনসৃজন করা হয়েছে এমন মোট জমির পরিমাণ পাওয়া যাবে। এর ভিত্তিতে শতাংশ বের করে নম্বর যাচাই হবে।

৭. (ঘ) প্রশ্নে প্রয়োজনীয় রেজিস্টার ও তালিকা পাওয়ার জন্য এবং ১০. (চ) প্রশ্নে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র পাওয়ার জন্য সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

তৃতীয় ভাগ : গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যাচাইয়ের সারণী

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা			(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার		
প্রশ্ন নং	গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে যে নম্বর দিয়েছে	যাচাই করার পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যা দাঁড়িয়েছে	প্রশ্ন নং	গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে যে নম্বর দিয়েছে	যাচাই করার পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর যা দাঁড়িয়েছে
১. (খ) (৩)			১৪. (ক)		
২. (গ) (৫)			১৫. (ঘ)		
৩. (ট)			১৬. (ক) (১)		
৪. (ড)			১৭. (ঙ)		
৫. (ক) (২)			১৮. (খ)		
৬. (ঙ)			১৯. (খ)		
৭. (ঘ)			২০. (ক) (২)		
৮. (ক) (১)			২১. (ক)		
৯. (খ)			-	-	-
১০. (চ)			-	-	-
১১. (ক)			-	-	-
১২. (ক)			-	-	-
১৩. (গ)			-	-	-
মোট (বাছাই করা প্রশ্নগুলির)					
মোট * (সমস্ত প্রশ্ন মিলিয়ে)					

* বাছাই করা প্রশ্নগুলির মোট নম্বর যাচাইয়ের পরে যে হারে পরিবর্তিত হল এক একটি বিভাগে (নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা এবং সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার) ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট প্রাপ্ত নম্বরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে।

পরীক্ষাকারী দলের সদস্যদের স্বাক্ষর:

_____

(১) প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত

_____

(২) উপ-প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত

_____

(৩) সঞ্চালক ..... উপ-সমিতি, ... গ্রাম পঞ্চায়েত

_____

(৪) সঞ্চালক ..... উপ-সমিতি, ... গ্রাম পঞ্চায়েত

আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সম্বন্ধে যাচাই করা নম্বরগুলি দেখলাম।

_____

প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত (যে গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পরীক্ষা করা হল)

পরীক্ষাকারী দলের সদস্যরা নম্বর যেভাবে পরিবর্তন করেছেন তা সঠিক এবং ঐ পরিবর্তিত নম্বরগুলিই চূড়ান্ত।

.....

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সীল

রাজ্যজুড়ে সমস্ত ব্লকে **১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯** তারিখে এই নম্বর যাচাইয়ের কাজটি হবে। জলপাইগুড়ি ডিভিশানের সমস্ত ব্লকে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই যাচাইয়ের কাজ হবে। বর্ধমান ডিভিশানের সমস্ত ব্লকে দুপুর ১.১৫ থেকে বিকাল ৩.১৫ পর্যন্ত এই যাচাইয়ের কাজ হবে। প্রেসিডেন্সী ডিভিশানের সমস্ত ব্লকে বিকাল ৩.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৫.৩০ পর্যন্ত এই যাচাইয়ের কাজ হবে।

প্রথম তিনটি পাতায় উল্লিখিত প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে এই যাচাই প্রক্রিয়ার বিষয়টি সঠিকভাবে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছে তুলে ধরতে জেলা ও ব্লক স্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাই। এছাড়া যাচাই প্রক্রিয়ার সময় একটি সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে একে অপরের কাজকর্মের সাথে ভালভাবে পরিচিত হওয়ার এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আবেদন জানাই।

আপনার বিশ্বস্ত,

মানবেন্দ্র নাথ রায়,

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)

স্মারক নং : ২৯৯/ ১(৯)/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তারিখ : ২১.১.২০০৯

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১. মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা।

২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।

৩. সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৪. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৫. মহকুমা শাসক, ... মহকুমা (সকল)।

৬. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... জেলা (সকল)।
অনুলিপি **অবিলম্বে** সকল মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে প্রেরণের অনুরোধ করা হল।

৭. সভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)।

৮. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ..... ব্লক (সকল)।
অনুলিপি **অবিলম্বে** সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে প্রেরণের অনুরোধ করা হল।

৯. প্রধান, ... (গ্রাম পঞ্চায়েত) (সকল)।

মধুমিতা রায়

(মধুমিতা রায়)
যুগ্ম সচিব